৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলা সাহিত্য

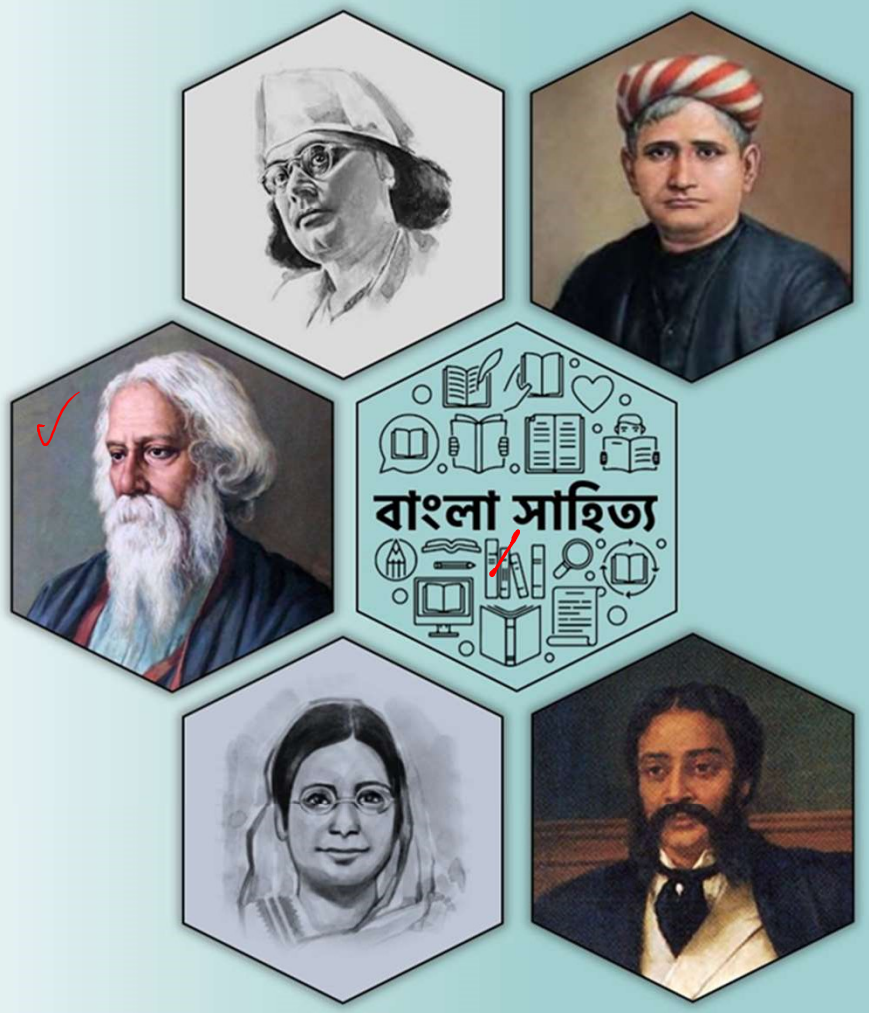

লেকচার: 01

Topic: বাংলা সাহিত্যের যুগ, প্রাচীন যুগ: চর্যাপদের রচনাকাল ও পদকর্তা, পদের সংখ্যা, বিষয়বস্তু ও ভাষা এবং চর্যাপদের আবিষ্কারক ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চর্যাপদের অন্যান্য তথ্য ও মধ্য যুগের সূচনা (বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ)

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

LECTURE PLAN

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

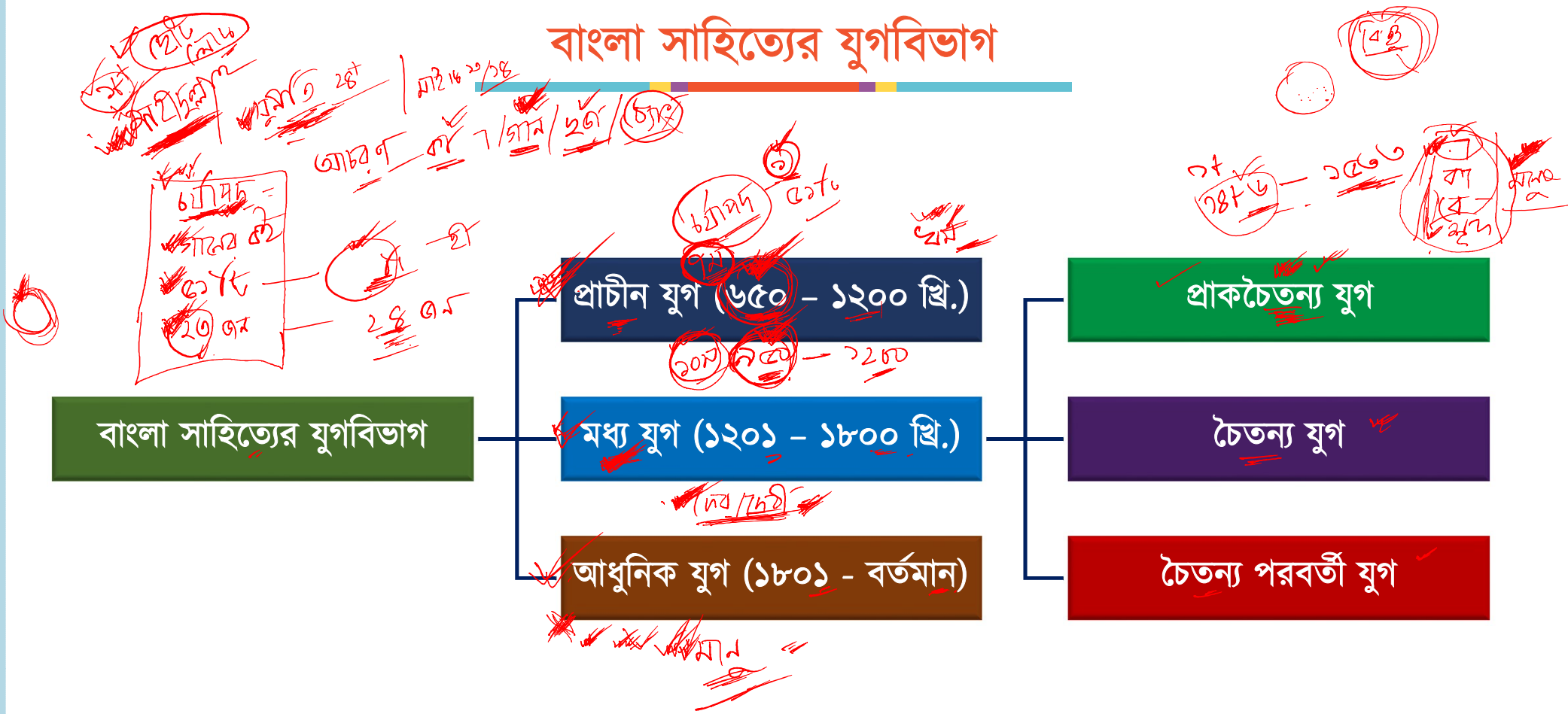

বাংলা ভাষা বিবর্তনের রূপরেখা

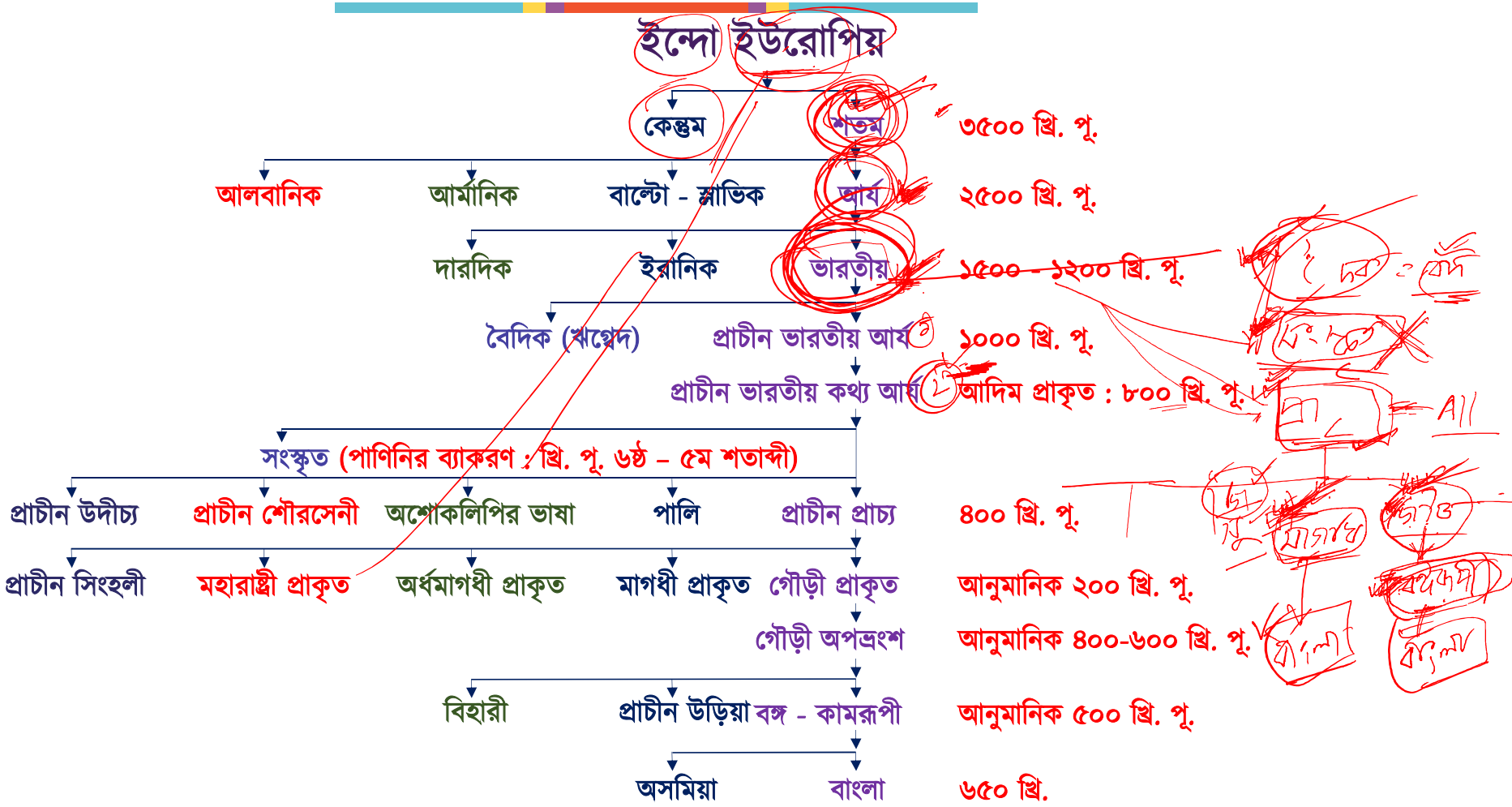

বাংলা ভাষার উদ্ভব

কিছু তথ্যঃ

- বাংলা ভাষার উৎপত্তি সপ্তম শতাব্দীতে
- বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
- বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত
- ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত, যেমনঃ কেন্তুম এবং শতম
- শতম শাখা হতে আর্য ভাষার উদ্ভব
- আর্যদের অর্থাৎ বেদের ভাষা হল - বৈদিক ভাষা
- বৈদিক ভাষার সংস্কার করেন - পাণিনি
- পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করার পরে এর নাম হয় - সংস্কৃত
- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত ভাষা থেকে
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী - অপভ্রংশ
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহের মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে - গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে
- স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন এর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে - মাগধী প্রাকৃত থেকে
- অপভ্রংশ নামকরণ করেন ব্যাকরণবিদ - পতঞ্জলি

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]

(ক) দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

(খ) একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী

(গ) দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী

(ঘ) এয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

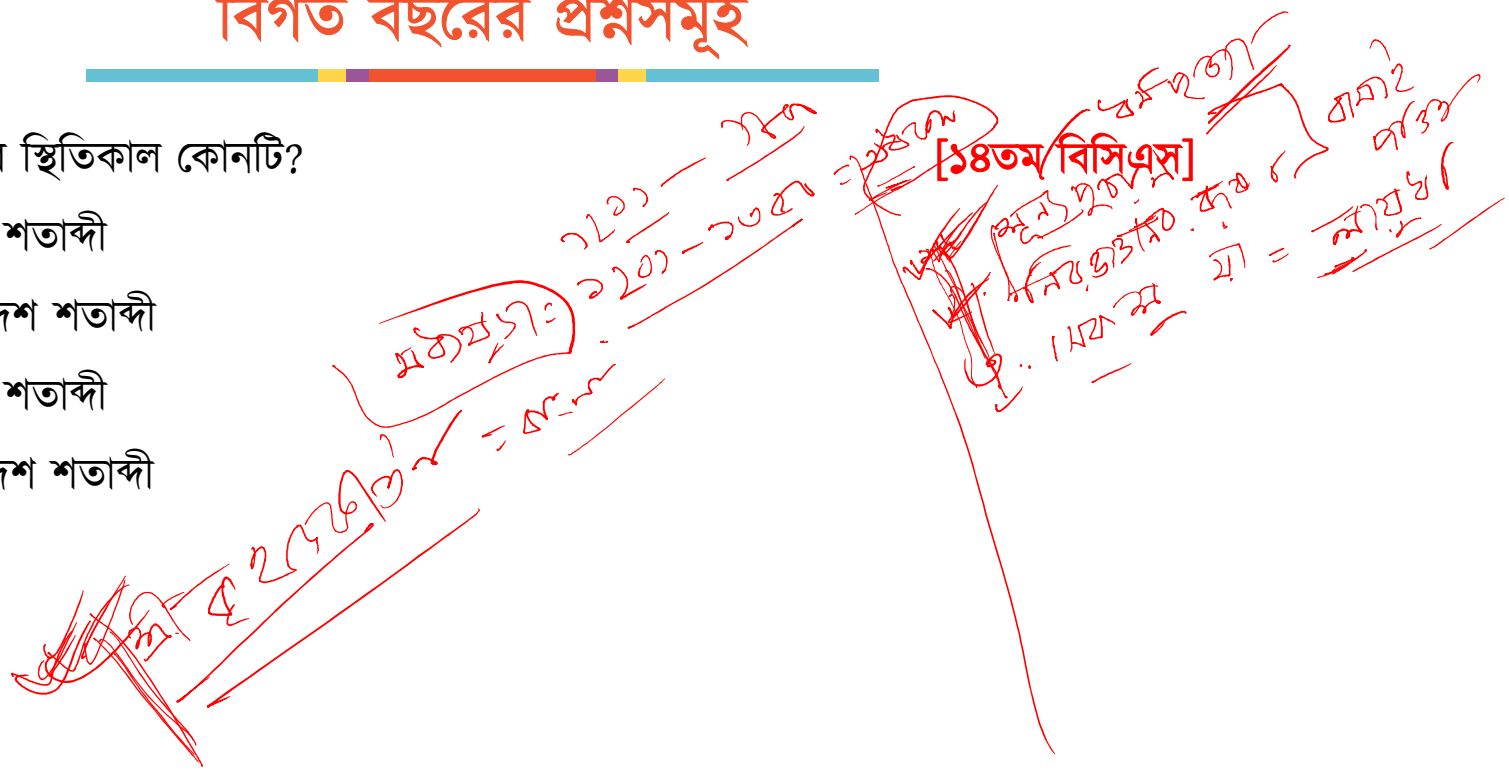

প্রাচীন যুগ

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ / সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ৫৫০ বছর

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ / দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী প্রায় ২৫০ বছর।

** প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল – ব্যক্তি প্রধান (ধর্ম গৌণ বিষয় ছিল।)

** প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন – চর্যাপদ।

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদঃ

বাংলাদেশের আদি সাহিত্য চর্যাপদ যা হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে এবং হাজার বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে।

** বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন চর্যাপদ
** চর্যাপদ হচ্ছে কবিতা / গানের সংকলন
** চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব
** চর্যাপদ হচ্ছে পাল ও সেন আমলে রচিত।
** চর্যাপদ মানে আচরণ / সাধনা

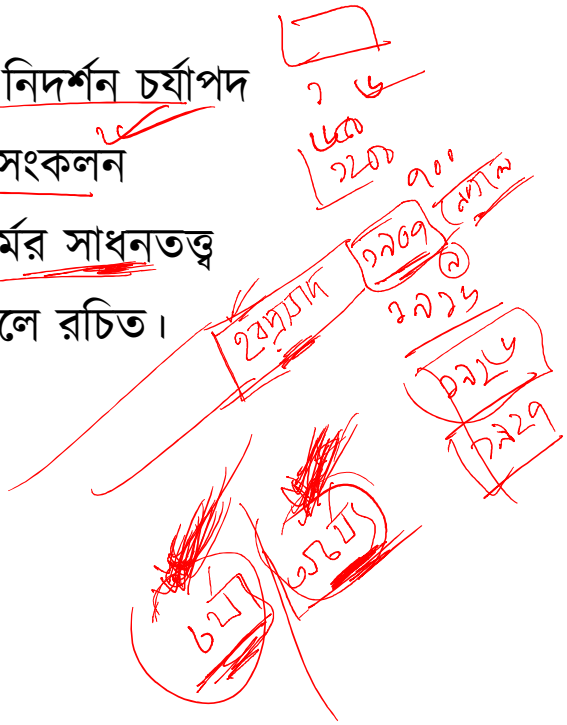

চর্যাপদের নামকরণঃ

- আশ্চর্যচর্যচয়
- চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়
- চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
- চর্যাগীতিকোষ
- চর্যাগীতি

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটঃ

১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'Sanskrit ~~Buddhist~~ Literature in Nepal' গ্রন্থে নেপালে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থটি পাঠ করে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ১৯০৭ সালে ২য় বারের মত নেপাল গমন করেন

নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে ৪ টি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন।

এর একটি হচ্ছে চর্যাপদ

বাকী ৩ টি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত

১. সরহপদের দোহা

২. কৃষ্ণপদের দোহা

৩. ডাকার্ণব

উল্লেখিত ৪ টি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।

তখন চারটি গ্রন্থের একসংগের নাম দেওয়া হয় হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটঃ

এটি প্রকাশিত হবার পর পালি সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভাষাবিদরা চর্যাপদকে নিজ নিজ ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবী করেন।

এসব দাবী মিথ্যা প্রমাণ করেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯২৬ সালে The Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদ এর ভাষা বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।

১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মতত্ব বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের ভাষাঃ

চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত- এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কতিপয় গবেষক চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা মেনে নিয়েই এ ভাষাকে সান্ধ্য ভাষা / সন্ধ্যা ভাষা / আলো আঁধারের ভাষা বলেছেন।

** অধিকাংশ ছান্দসিক একমত – চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

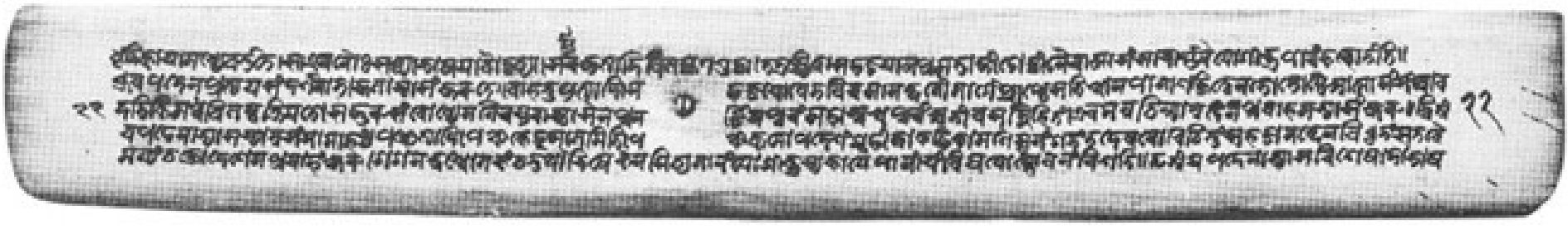

চর্যাপদের কিছু লাইন

POLL QUESTION-01

➲ প্রাচীন যুগের সাহিত্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কী ছিল ?

(a) ধর্ম

(b) ব্যক্তি

(c) সমাজ ব্যবস্থা

(d) কোনটিই নয়

চর্যাপদের ভাষাঃ

চর্যা-১

লুইপা

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥ ধ্রু॥
দিঢ় করিঅ মহাসুই পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥ ধ্রু॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥ ধ্রু॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহু রে পাস॥ ধ্রু॥
ভণই লুই আম্হে ঝানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥ ধ্রু॥

অনুবাদ:

শরীরের গাছে পাঁচখানি ডাল–
চঞ্চল মনে ঢুকে পড়ে কাল।
দৃঢ় ক'রে মন মহাসুখ পাও,
কী-উপায়ে পাবে গুরুকে শুধাও।
যে সবসময় তপস্যা করে
দুঃখে ও সুখে সেও তো মরে।
ফেলে দাও পারিপাট্যের ভার,
পাখা ভর করো শূন্যতার–
লুই বলে, ক'রে অনেক ধ্যান
দেখেছি, লভেছি দিব্যজ্ঞান।

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের পদসংখ্যাঃ

- মোট ৫১ টি পদ ছিল।
- ৪৬টি পূর্ণ পদ আবিষ্কৃত হয়।
- আবিষ্কারের সময় উপরের পৃষ্ঠা ছেঁড়া থাকার কারনে সবগুলো পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং পরে একটি পদের অংশবিশেষ সহ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আবিষ্কৃত হয়।

চর্যাপদে কবির সংখ্যাঃ

চর্যাপদে মোট ২৪জন কবি পাওয়া যায়

১ জন কবির পদ পাওয়া যায়নি তার নাম – তন্ত্রীপা / তেনতরীপা

সেই হিসেবে পদ প্রাপ্ত কবির মোট সংখ্যা ২৩ জন

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের কবিঃ

উল্লেখযোগ্য কবি

১. লুইপা ২. কাহ্নপা ৩. ভুসুকুপা ৪. সরহপা ৫. শবরীপা ৬. লাড়ীডোম্বীপা ৭. বিরূপা

৮. কাম্বলাম্বরপা ৯. ঢেণ্ডণপা ১০. কুক্কুরীপা ১১. কঙ্ককপা

কবিদের নাম শেষে পা দেওয়ার কারণঃ

পদ > পাদ > পা

পাদ > পদ > পা

পদ রচনা করেন যিনি তাদেরকে পদকর্তা বলা হত যার অর্থ সিদ্ধাচার্য/সাধক [এরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধক ছিলেন]

২ টি কারণে নাম শেষে পা দেওয়া হতঃ

১. পদ রচনা করতেন

২. সম্মান / গৌরবসূচক কারণে

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের কবিঃ

লুইপাঃ

- চর্যাপদের আদিকবি
- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি

কাহ্নপাঃ

- কাহ্নপার রচিত মোট পদের সংখ্যা ১৩ টি
- তিনি সবচেয়ে বেশী পদ রচয়িতা
- উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ১২ টি
- তার রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি

ভুসুকুপাঃ

- পদসংখ্যার রচনার দিক দিয়ে ২য়
- রচিত পদের সংখ্যা ৮টি
- তিনি নিজেকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবী করেছেন
- তার বিখ্যাত কাব্যঃ

অপনা মাংসে হরিণা বৈরী, অর্থ – হরিণ নিজেই নিজের শত্রু

সরহপাঃ

- রচিত পদের সংখ্যা ৪ টি

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের কবিঃ

শবরপাঃ

- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি
- গবেষকগণ তাকে বাঙ্গালী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন
- বাংলার অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস করতেন

বলে ধারণা করা হয়।

ঢেগুণপাঃ

- ঢেগুণপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে।

টালত মোর ঘর নাই পড়বেশী

হাঁড়িতে ভাত নাই নিতি আবেশী

কুক্কুরীপাঃ

- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি
- তার রচনায় মেয়েলী ভাব থাকার কারণে গবেষকগণ তাকে মহিলা কবি হিসেবে সনাক্ত করেন।

তন্ত্রীপাঃ

- উনার রচিত পদটি পাওয়া যায় নি।
- উনার রচিত পদটি ২৫ নং পদ।

চর্যাপদ নিয়ে মতভেদ

চর্যাপদের আদি কবিঃ

- চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা – লুইপা।
- তবে শহীদুল্লাহর মতে লুইপার গুরু হলেন – শবরপা।
- অর্থাৎ শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীন কবি শবরপা।

চর্যাপদের রচনাকালঃ

- ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।
- অপর পক্ষে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চর্যাপদের রচনা কাল।

চর্যাপদের পদসংখ্যাঃ

- চর্যাপদের পদসংখ্যা ৫১ টি(সুকুমার সেনের মতে)।
- কিন্তু শহীদুল্লাহর মতে,চর্যাপদের পদসংখ্যা ৫০ টি।

পরীক্ষার অপশনে দুটো থাকলে ৫১ টি উত্তর করতে হবে।

চর্যাপদের পদকর্তাঃ

- চর্যাপদের রচয়িতা হলেন ২৪ জন (সুকুমার সেনের মতে)।
- কিন্তু শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের রচয়িতা হলেন ২৩ জন।

পরীক্ষার অপশনে দুটো থাকলে ২৪ জন উত্তর করতে হবে।

চর্যাপদের প্রবাদ বাক্যঃ

চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য রয়েছে ৬ টি।এগুলো হল-

	অর্থ –
আপণা মাংসে হরিণা বৈরী	- হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়	- দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?
হাতের কাঙ্কণ মা লোউ দাপন	- হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী	- হাড়িতে ভাত নেই তবু প্রতিদিন অতিথি আসে।
বর সুন গোহালী কি মো দুঠ্য বলংদেঁ	- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
আন চাহন্তে আন বিনধা	- অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট।

POLL QUESTION-02

➲ কার কবিতায় মেয়েলী ভাব থাকায় তাকে মহিলা কবি মনে করা হত ?

(a) ভুসুকু পা

(b) কুক্কুরী পা

(c) ডোম্বী পা

(d) কোনটিই নয়

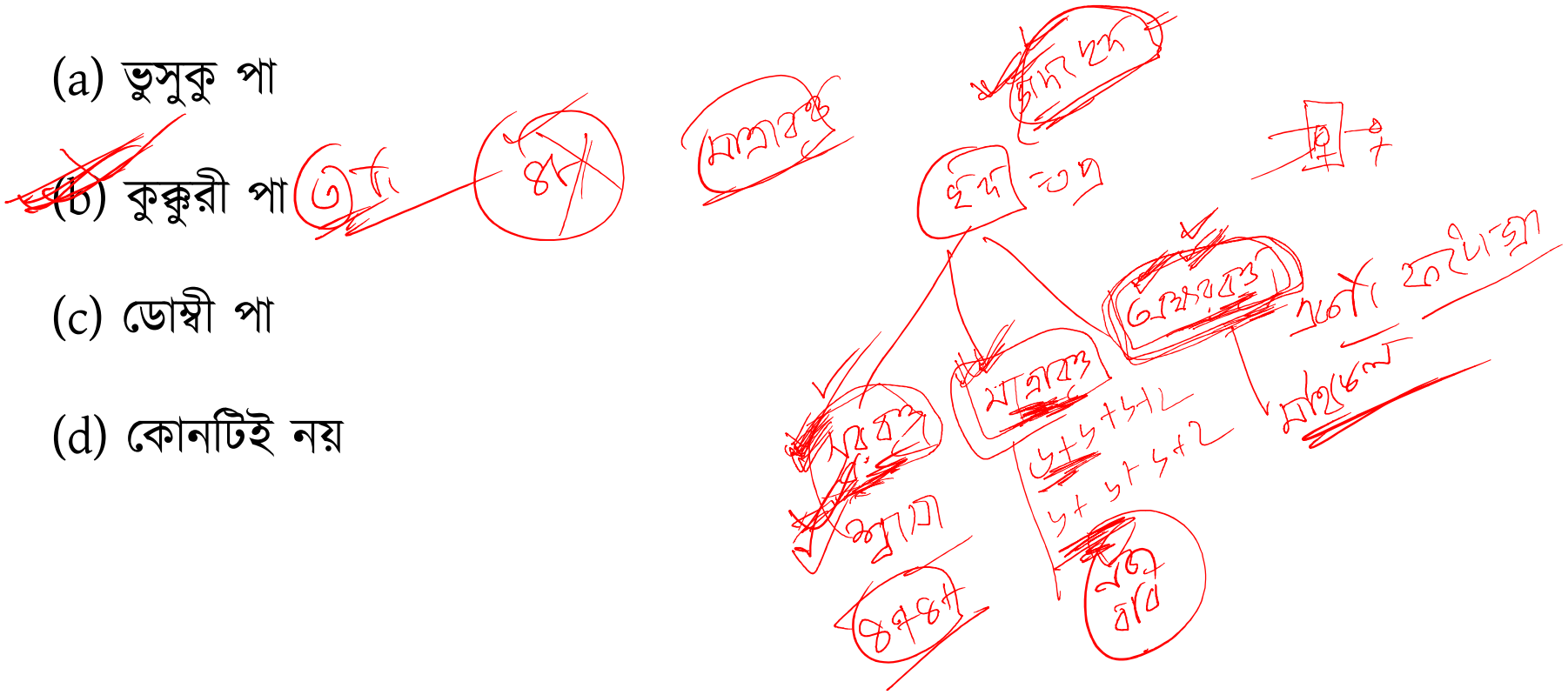

প্রাচীন যুগ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	
জন্ম	**হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য** ৬ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ কুমিরা, খুলনা, বাংলা প্রদেশ, ব্রিটিশ ভারত
মৃত্যু	১৭ নভেম্বর, ১৯৩১
ধরন	ঔপন্যাসিক
বিষয়	পুঁথি সংগ্রাহক
উল্লেখযোগ্য রচনাবলি	বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে, কাঞ্চনমালা, সচিত্র রামায়ণ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম

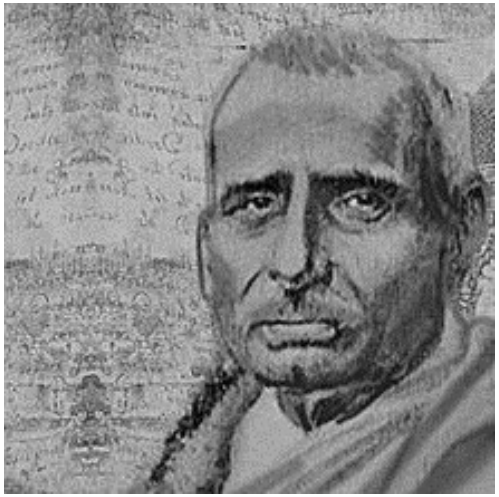

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) খ্রিস্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম

(গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম

০২। উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? [৪০তম বিসিএস]

(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ

(গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ

০৩। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-এর অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় (খ) কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়

(গ) কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় (ঘ) কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

০৪। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ – [৩৫তম বিসিএস]

(ক) ৪৫০-৬৫০ (খ) ৬৫০-৮৫০

(গ) ৬৫০-১২০০ (ঘ) ৬৫০-১২৫০

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০৫। সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) লুইপা (খ) শবরপা

(গ) ভুসুকুপা (ঘ) কাহ্নপা

০৬। চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত

(গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ

০৭। কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]

(ক) গোবিন্দ দাস (খ) কায়কোবাদ

(গ) কাহ্নপা (ঘ) ভুসুকুপা

০৮। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস]

(ক) কাহ্নপা (খ) লুইপা

(গ) সরহপা (ঘ) শবরপা

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়